সংবাদ

তারিখ 16 NOV 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

ডিসির সঙ্গে মতবিনিময়ে সুশীলসমাজ

হোমনায় শিক্ষা-স্বাস্থ্যসেবায় অনিয়ম দুর্নীতি চরমে

প্রতিনিধি, হোমনা (কুমিল্লা)

কুমিল্লার হোমনায় শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে ব্যাপক অনিয়মের চিত্র তুলে ধরে অসন্তোষ প্রকাশ করে বক্তব্য রেখেছেন সুশিল সমাজের নেতৃবৃন্দ। গত সোমবার বিকেলে উপজেলা শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণে আয়োজিত 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগ, সরকারের অর্জিত সফলতা, উন্নয়ন ভাবনা এবং সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ' শীষক মতবিনিময় সভায় কুমিল্লা জেলা প্রশাসকের সঙ্গে মতবিনিময়কালে নেতৃবৃন্দ এ উদ্বেগ প্রকাশ করেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী শহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন, কুমিল্লা জেলা প্রশাসক মো. জাহাঙ্গীর আলম। অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগ, একটি বাড়ি একটি খামার, আশ্রয়ন প্রকল্প, ডিজিটাল বাংলাদেশ, শিক্ষা সহায়ক কর্মসূচি, সবার জন্য বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্যসেবা, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, নারীর ক্ষমতায়ন, বিনিয়োগ বিকাশ ও পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়ে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী শহিদুল ইসলাম। এরপর জেলার তথ্য অফিসের উদ্যোগে ও হোমনা উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় মতবিনিময়কালে সুশিল সমাজের পক্ষে মেজবাহ উদ্দিন সরকার এমএ কাশেম ভূঁইয়া ও ইসমাইল হোসেন সিরাজীর বক্তব্যে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসহ ২০টি কমিউনিটি ক্লিনিকের ওষুধ ও রোগীদের হয়রানির বিষয়টি তুলে ধরেন। এবং কিছুদিন পূর্বে চান্দেরচর ইউনিয়নের নাগেরচর কমিউনিটি ক্লিনিকের ওষুধ রোগীদের মধ্যে না দিয়ে দীর্ঘ ৩ বছর যাবৎ অন্যত্র বিক্রির অভিযোগ থাকলেও কোন ব্যবস্থা নেয়নি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এমন অভিযোগ করেন। সর্বশেষ গত ১৮ অক্টোবর রাতে ওই কমিউনিটি ক্লিনিকের ৭ কার্টুন পাচারকৃত ওষুধসহ মাহবুবুর রহমান নামের একজনকে আটক করে হোমনা থানা পুলিশ। বিষয়টি উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তার যোগসাজশে রাতারাতিই ধামাচাপা পড়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের শত অভিযোগ থাকলেও কেন ওই কমিউনিটি ক্লিনিকের হেলথ প্রোভাইডার (সিএইচসিপি) মাসুদুর রহমানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়নি এমন প্রশ্নের জবাবে, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাক্তার হাসান আলী বলেন, 'ক্লিনিকের সভাপতির সমন্বয়েই নাকি অন্যত্র ওষুধ সড়িয়ে রেখেছে। অথচ ঘটনার সময় বিভিন্ন গণমাধ্যমে ওই সভাপতি বলেছেন, 'কিভাবে ওষুধ আসে, কোথায় থেকে আসে, আমি কিছুই জানি না।' পরে স্বাস্থ্য কর্মকর্তার বক্তব্যে অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ক্ষোভ প্রকাশ করলে জেলা প্রশাসক বিষয়টি দেখবেন বলে অন্য প্রশ্নে চলে যান। এছাড়াও উপজেলা শিক্ষা খাতে স্লিপের টাকা এবং আইসিটি বিষয়ে সরকার কর্তৃক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকলেও কোন প্রশিক্ষণ ছাড়াই পছন্দের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ল্যাপটপ বিতরণের অভিযোগ তুলেন প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মাহবুবে আলম, উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাড. মো. আজিজুর রহমান মোল্লা, উপজেলা আ'লীগের সভাপতি অধ্যক্ষ আবদুল মজিদ, পৌর মেয়র অ্যাড. মো. নজরুল ইসলাম, উপজেলা আ'লীগের সাধারণ সম্পাদক একেএম ছিদ্দিকুর রহমান আবুল, থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) রসুল আহমদ নিজামী, উত্তর জেলা আ'লীগের সহসভাপতি অধ্যাপক সৈয়দ ইসমাইল হোসেন, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মো. মোশারফ হোসেন, ডেপুটি কমান্ডার আবুল কাশেম প্রধান, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. জুলফিকার আলী, উপজেলা জাতীয় পার্টির সভাপতি মো. ইসমাইল হোসেন সিরাজীসহ স্থানীয় গণমাধ্যম কর্মী ও বিভিন্ন স্কুল কলেজের শিক্ষক, ইউপি চেয়ারম্যান ও মেম্বারগণ।